বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩২ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২১

পাট উৎপাদনে নিয়োজিত নারীর আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও সম্ভাবনা : একটি পর্যালোচনা

নাজনীন আহমেদ*

১। ভূমিকা

যদিও বাংলাদেশ মূলত ধান উৎপাদনকারী দেশ, বাণিজ্যিক ফসল হিসেবে এখনও পাটের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের উৎস হিসেবে পাট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কাঁচা পাট উৎপাদনকারী দেশ। পাট চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পাট ও পাটজাত পণ্য বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত থাকার মাধ্যমে এদেশের ২৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। পাটের উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কাজ করছে। বর্তমান প্রবন্ধে পাট চাষে নিযুক্ত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তার মানোন্নয়নের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত পাটের আঁশ ছাড়ানো ও পাট শুকানোর প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত নারীদের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের কয়েকটি পাট উৎপাদনকারী জেলার মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনাটি করা হয়েছে।

ভূমিকার পরবর্তী অংশে পাটের ভ্যালু চেইন এবং পাট চাষে নিয়োজিত নারীদের কাজের স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত জেন্ডার সম্পৃক্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে বর্তমান স্টাডিতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে পাট চাষে নিযুক্ত নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের সম্ভাব্য কিছু উপায় বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে উপসংহার টানা হয়েছে।

২। পাটের ভ্যালু চেইন এবং পাট উৎপাদনে নারী

পাট উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পাট ও পাটজাত পণ্য বাজারজাতকরণ—এই প্রধান ধাপগুলো নিয়েই পাটের ভ্যালু চেইন। পাট চাষ বা উৎপাদন আবার বেশ কয়টি প্রক্রিয়ার সমন্বয় যার মধ্যে রয়েছে—জমিতে পাট চাষ, উৎপন্ন পাটগাছ পানিতে ভেজানো, গাছ পানিতে পঁচে যাওয়ার পর তা পরিষ্কার করা, পাটকাঠি থেকে আঁশ ছাড়ানো এবং পাট শুকানো। এই কাঁচা পাট সরাসরি পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ মিলে বিক্রয় করা হয় অথবা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করা হয়। ব্যবসায়ীরা আবার পাটকলে বিক্রয় করে অথবা হস্তশিল্প উৎপাদনে নিয়োজিতদের কাছে সরাসরি বিক্রয় করে। আবার পাট উৎপাদনকারী খানার সদস্যরাও গৃহস্থালীর প্রয়োজনে অথবা স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের জন্য

* সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

পাটজাত হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। পাট উৎপাদনে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়, বিশেষ করে পাটকাঠি থেকে পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজটি মূলত নারীরাই করে থাকে। এছাড়া পাট চাষের সময় শ্রমিক হিসেবে এবং পাটবীজ সংরক্ষণে নারীরা কাজ করেন। তবে পাট গাছ পানিতে ভেজানো এবং পঁচা পাট পরিষ্কার করার প্রক্রিয়ায় নারীরা থাকে না বললেই চলে। কেননা এ দু'টি ধাপে প্রচুর শারীরিক কসরৎ প্রয়োজন হয়, যা অনেক সময় নারীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজের মাধ্যমে পাট উৎপাদনকারী এলাকার নারীরা তাদের সারা বছরের জীবিকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আয় করে। এই কাজটি কেবল পাট মৌসুমে করা হয়ে থাকে। ফলে বছরের অন্য সময় অনেক নারীর জন্যই আয়মূলক কাজ থাকে না। আবার অনেক গৃহস্থ নারী বছরের এই ৩/৪ মাসকে বাড়তি আয়ের সুযোগ হিসেবে কাজে লাগান। তবে আঁশ ছাড়ানোর কাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অতি দরিদ্র নারীরা করে থাকেন যাদের জীবকা নির্বাহে সারা বছরই আরও কাজ দরকার।

চিত্র ১: পাটের ভ্যালু চেইন

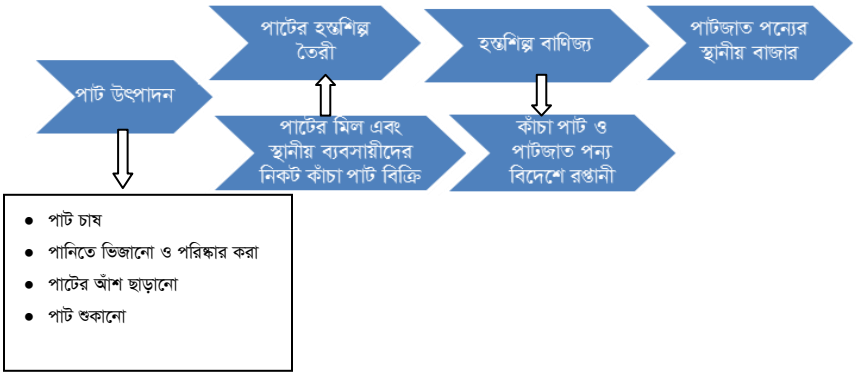

পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজটি মৌসুমী হলেও অনেক নারীর জন্য বছরের এই সময়টিই সারা বছরের আয়ের সিংহভাগ অর্জনের সময়। ফলে তাদের অনেকেই এ সময় দিন-রাত কাজ করে। এই কাজে নারীর অংশগ্রহণের নানা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া রয়েছে। নারীরা সনাতন স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতিতে খালি হাতে আঁশ ছাড়ানোর কাজটি করে, যা তাদের মধ্যে নানারকম শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে। তাছাড়া পঁচা পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজটিকে সামাজিকভাবেও নিম্ন পর্যায়ের কাজ বলে গণ্য করা হয় দেশের অনেক অঞ্চলেই। তদুপরি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান অসম জেন্ডারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবও পাট চাষে নিয়োজিত নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বর্তমান প্রবন্ধটি মূলত পাট চাষে নিয়োজিত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার নিমিত্তে রচিত। এর বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো হলো: (১) পাট চাষে নিযুক্ত খানার অর্থনৈতিক অবস্থার স্বরূপ অনুসন্ধান, (২) পাট চাষে নিয়োজিত খানার জেন্ডারভিত্তিক অবস্থা পর্যালোচনা/বিশ্লেষণ, (৩) পাট চাষে

নিয়োজিতদের বিশেষ করে নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে বিকল্প অথবা সম্পূরক পেশা অনুসন্ধান, এবং (৪) পাট চাষে নিযুক্ত প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের অবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনুসন্ধান।

৩। গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্য-উপাত্তের উৎস

বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশের চারটি পাট উৎপাদনকারী জেলায় মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। পাট চাষে নিযুক্ত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুধাবনের লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও যশোর জেলার পাট উৎপাদনকারী খানাসমূহ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।[১] এ ক্ষেত্রে দলভিত্তিক আলোচনা (focus group discussions বা FGD) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার (key informant interviews বা KII) – এই দুই পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। নারী ও পুরুষ উভয়ের নিকট হতে এসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল-মে মাসে মোট ৬০টি KII এবং ১৬টি এফজিডি অনুষ্ঠিত হয়।

৩.১। KII-এ অংশগ্রহণকারীদের বর্ণনা

পাট চাষে সরাসরি জড়িত যে ৬০ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ২৫ জন পুরুষ এবং ৩৫ জন নারী (সারণি ১)। সাক্ষাৎকারের জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট উপজেলার পাট চাষে জড়িত খানা তালিকাবদ্ধ করা হয়। দৈবচয়নের ভিত্তিতে একেক উপজেলায় পাট চাষে নিযুক্ত অন্তত ৫০টি খানার ১ জন করে সদস্যকে এফজিডির জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত করা হয়। তারপর সমবেতদের মধ্য থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে KII-এর জন্য অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়। আর বাকিরা এফজিডিতে অংশ নেয়।

সারণি ১

KII সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের বিবরণ

জেলা	উপজেলা	পুরুষ	নারী	মোট
গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	০	৪	৪
	কাশিয়ানি	৫	৩	৮
	মোট	৫	৭	১২
ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	৪	৪	৮
	নগরকান্দা	০	৪	৪
	বোয়ালমারী	০	৪	৪
	ভাঙ্গা	০	৪	৪
	মোট	৪	১৫	১৯
রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	৪	৪	৮
	বালিয়াকান্দি	৪	৪	৮
	মোট	৮	৮	১৬
যশোর	যশোর সদর	৪	২	৬
	মনিরামপুর	৪	২	৬
	মোট	৮	৪	১২
সর্বমোট		২৫	৩৫	৬০

[১] বর্তমান গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সার্বিক সহায়তার জন্য Traudcraft বাংলাদেশকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

উত্তরদাতাদের প্রায় অর্ধেক হয় অশিক্ষিত নতুবা প্রাইমারি শিক্ষায় শিক্ষিত (সারণি ২)। যদিও শিক্ষার অভাব পাট চাষ ও তৎসংশ্লিষ্ট কাজে বাধা হয় না, কিন্তু শিক্ষিত কৃষক হলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে যে সুবিধা হতো কৃষির অন্যান্য খাতের মতো পাট চাষেও সে অভাব বিদ্যমান।

সারণি ২
সাক্ষাৎকারীদের শিক্ষা

শিক্ষার স্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট শতকরা হার (%)
অশিক্ষিত	১৮	৩০.০
প্রাথমিক	১১	১৮.০
অষ্টম শ্রেণি পাশ	১৩	২২.০
এসএসসি	১১	১৮.০
এইচএসসি	৪	৭.০
এইচএসসি-এর উপরে	৩	৫.০
মোট	৬০	১০০.০

বেশিরভাগ উত্তরদাতাই কাঁচা পাট উৎপাদনকারী। উল্লেখ্য যে, পাট উৎপাদন ও পরিষ্কার বেশিরভাগ সময় পুরুষরা করে থাকেন, যেখানে পাটের আঁশ ছাড়ানো ও পাট শুকানোর কাজ করে থাকেন নারীরা (সারণি ৩)। উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন পাট দিয়ে হস্তশিল্প তৈরি করেন এবং দুইজন পাটের ব্যবসা করেন। যেসব খানার সদস্য পাট চাষ করেন তারা সাধারণত হস্তশিল্প তৈরি করেন না শুধুমাত্র পারিবারিক কাজে ব্যবহৃত দড়ি তৈরি ব্যতীত। দক্ষতা ও সময়ের অভাবে তারা সাধারণত পাটজাত দ্রব্য তৈরি করেন না।

সারণি ৩
পাট চাষে অংশগ্রহণের প্রকৃতি

অংশগ্রহনকারীদের অবস্থান	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	
	পুরুষ	নারী
পাট চাষ	২৪	৪
দিনমজুর	৭	৪
পাট ধৌতকরণ	২৪	৪
পাটের আঁশ ছাড়ানো	৬	২৬
পাট শুকানো	১০	২৬
পাট বাণিজ্যকরণ	২	০
পাটের হস্তশিল্প তৈরিকরণ	১	০

নোট: যেহেতু সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে একাধিক উত্তর প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে সেহেতু এই সারণির মোট উত্তরদাতা ৬০ জনের বেশি। তাছাড়া এফজিডির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে এই সারণির তথ্য তুলনা করলে দেখা যায় যে, দিনমজুরের সংখ্যা বেশ কম। তবে এই সারণিতে দিনমজুরের যে অংশগ্রহণ তা কেবল জমিতে চাষ পর্যায়ে অংশগ্রহণ নির্দেশ করছে, উৎপাদনের অন্যান্য পর্যায়ে দিনমজুরের অংশগ্রহণ এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

যদিও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য হারে শিশু জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করেছে তারপরও এখানে অনেক বড় খানা রয়েছে। বিবাহিত সন্তান তার বাবা মায়ের সাথে বসবাস একটি সাধারণ ব্যাপার। ফলে ৪৬ শতাংশ খানার সদস্য সংখ্যা ৪ জনের অধিক, ৩৫ শতাংশ খানার ৪ জন এবং বাকি ১৮ শতাংশ খানার সদস্য সংখ্যা ৪ জনের চেয়ে কম।

সারণি ৪

উত্তরদাতার খানার আকার

খানার সদস্যসংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট উত্তরদাতার শতকরা হার (%)
২	২	৩
৩	৯	১৫
৪	২১	৩৫
৫	৯	১৫
৬	৮	১৩
৮ অথবা বেশি	১১	১৮

৩.২। দলগত আলোচনা (এফজিডি)।

মোট ১৬টি এফজিডি করা হয়—৬টি পুরুষদের সঙ্গে এবং ১০টি নারীদের সঙ্গে (সারণি ৫)। প্রতি এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৬ থেকে ৩০ এর মধ্যে ছিল। এসব এফজিডিতে মোট ৩৫৭ জন অংশগ্রহণ করে।

সারণি ৫

বিভিন্ন উপজেলায় এফজিডি-এর সংখ্যা

জেলা	উপজেলা	পুরুষ দল	নারী দল	মোট
গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর		১	১
	কাশিয়ানি	১	১	২
ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	১	১	২
	নগরকান্দা	-	১	১
	বোয়ালমারী	-	১	১
	ভাঙ্গা	-	১	১
রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	১	১	২
	বালিয়াকান্দি	১	১	২
যশোর	যশোর সদর	১	১	২
	মনিরামপুর	১	১	২
মোট		৬	১০	১৬

নোট: যারা সরাসরিভাবে পাট চাষে জড়িত তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাট চাষে নারীর অবস্থা বোঝার জন্য কৃষিতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রয়োজন। প্রবন্ধের পরবর্তী অনুচ্ছেদে সে প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ

৪.১। বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে নারী

স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশে অধিকাংশ নারী শ্রমশক্তির বাইরে ছিল তবে গত দশ বছরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য-উপাত্তে প্রকাশ পাচ্ছে শ্রমবাজারে বৈষম্য। নারী শ্রমশক্তির হার ১৯৯৯-২০০০ সালে মোট শ্রমশক্তির ২৩.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ৩৬ শতাংশে উন্নীত হলেও পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ অনেক কম

লক্ষ করা গেছে। নারীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় বেশি: ৪.১ শতাংশ পুরুষের বিপরীতে ৫.৮ শতাংশ নারী। এছাড়াও অধিকাংশ নারী অবৈতনিক পারিবারিক কাজে নিয়োজিত। প্রায় ১১.৮ মিলিয়ন অবৈতনিক পারিবারিক কর্মীর মধ্যে ৯.১ মিলিয়নই হচ্ছে নারী।

সারণি ৬

শ্রমশক্তিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ

		১৯৯৯-২০০০	২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০১০
অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম জনশক্তি বা শ্রমশক্তি	মোট	৪০.৭	৪৬.৩	৪৯.৫	৫৬.৭
(মিলিয়ন)	পুরুষ	৩২.২	৩৬.০	৩৭.৩	৩৯.৫
	নারী	৮.৬	১০.৩	১২.১	১৭.২
শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার	মোট	৫৪.৯	৫৭.৩	৫৮.৫	৫৯.৩
(%)	পুরুষ	৮৪.০	৮৭.৪	৮৬.৮	৮২.৫
	নারী	২৩.৯	২৬.১	২৯.২	৩৬.০
বেকারত্বের হার	মোট	৪.৩	৪.৩	৪.৩	৪.৫
(%)	পুরুষ	৩.৪	৪.২	৩.৪	৪.১
	নারী	৭.৮	৪.৯	৭.০	৫.৮
অবৈতনিক পারিবারিক কর্মী	মোট	৪.৭	৮.১	১০.৩	১১.৮
(মিলিয়ন)	পুরুষ	২.০	৩.৪	৩.৫	২.৭
	নারী	২.৭	৪.৭	৬.৮	৯.১

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ।

নোট: ১. শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম জনসংখ্যার মধ্যে তারাই অন্তর্ভুক্ত যাদের বয়স ১৫ বছর বা তার উর্ধ্বে; যারা শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে কর্মে নিযুক্ত অথবা নিযুক্ত নন। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী, অবসরপ্রাপ্ত, ভিক্ষুক, অর্থ সাহায্য গ্রহীতা, ছাত্র-ছাত্রী ও গৃহবধূদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

২. শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার বলতে মোট জনসংখ্যার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীদের শতকরা যে অংশ শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত তাকে বোঝায়।

শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী বেশিরভাগ নারী ও পুরুষ কৃষি খাতে নিযুক্ত আছে যার মধ্যে ফসল উৎপাদন, বনায়ন এবং মৎস্য চাষ অন্তর্ভুক্ত (সারণি ৭)। তবে এসব কাজে অংশগ্রহণ কমছে।

সারণি ৭

১৫ বছর বা তার অধিক বয়সের কর্মজীবিদের প্রধান পেশা (মোট কর্মজীবির শতকরা হার)

উল্লেখযোগ্য পেশা	১৯৯৯-২০০০			২০০২-০৩			২০০৫-০৬			২০১০		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
পেশাজীবি, প্রযুক্তিগত	৪.০	৩.৮	৪.৭	৩.৯	৩.৮	৪.১	৪.৭	৪.৮	৪.৪	৪.৪	৪.৯	৩.২
প্রশাসনিক/ ব্যবস্থাপনাগত	০.৫	০.৬	০.২	০.২	০.৩	০.০	০.৫	০.৬	০.২	১.৩	১.৬	০.৬
করণিক কর্মী	৩.১	৩.৫	১.৭	৩.৪	৩.৯	১.৯	২.১	২.৪	১.৩	১.৯	২.৪	০.৬
সেবা কর্মী	৫.৭	৩.২	১৫.৭	৪.৫	৩.০	৯.৭	৫.৮	৫.২	৭.৭	৫.০৫	৪.০৫	৮.১
বিক্রয় কর্মী	১৪.৮	১৭.১	৫.৬	১৪.৮	১৮.২	২.৯	১৪.২	১৮.০	২.১	১৫.০	১৮.১	৮.০
কৃষি, বন ও মৎস্য	৪৯.৬	৫০.১	৪৭.৭	৫১.৪	৪৯.৩	৫৮.৬	৪৮.৪	৪২.২	৬৮.৩	৪৭.৪	৪০.১	৬৪.৮
উৎপাদন ও পরিবহন কর্মী	২২.৩	২১.৭	২৪.৪	২১.৯	২১.৬	২২.৮	২৪.৩	২৬.৭	১৬.০৬	২২.৮	২৬.৭	১৪.০

৪.২। কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ

এশিয়ার দেশসমূহে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বেশি। বাংলাদেশ, চীন, ভূটান, কম্বোডিয়া, ভারত, মায়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান ও ভিয়েতনামের প্রায় ৬০-৯৮ শতাংশ নারী কৃষি খাতে নিযুক্ত (FAO 2003)। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুসারে বাংলাদেশের ৬১ শতাংশ অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম (economically active) নারী কৃষি কাজে নিযুক্ত। অন্যদিকে ৩৯ শতাংশ কৃষি বহির্ভূত কাজে যুক্ত। বস্তুত বেশিরভাগ এশিয় দেশসমূহে পুরুষের তুলনায় কৃষিতে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম নারীর অংশগ্রহণ বেশি। যদিও কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় অবৈতনিক পারিবারিক কর্মীর মতো করে ব্যাপকভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়। বাংলাদেশের কৃষিখাতে নারীকে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে, ধরে নেয়া হয়েছে নারী কৃষি উৎপাদন কাজে অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক রীতিনীতিতে নারীকে ঘরমুখী রাখা হয়েছে এবং নারী শ্রমিকের মজুরির হারও কম। তবে বিভিন্ন জরিপের পরিসংখ্যান দ্বারা এরূপ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে (Birner *et al.* 2010)। সময়ের সাথে সাথে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। কৃষিতে অন্তর্ভুক্ত মোট জনসংখ্যা ২০০৫-০৬ সালে ২২.৯৩ মিলিয়ন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ২৫.৭ মিলিয়ন হয়েছে, যা ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। কৃষিতে পুরুষের সংখ্যা (১৫.২২ মিলিয়ন হতে ১৫.২০ মিলিয়ন) সামান্য হ্রাস পেলেও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৭ মিলিয়ন হতে ১০.৫ মিলিয়ন হয়েছে, যা ৩৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে (সারণি ৮)।

সারণি ৮

শ্রম বাজারে গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণের কিছু নমুনা (মিলিয়ন)

সূচক	২০০৩/০৪	২০০৫/০৬	২০১০
অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম নারী	১০.৩	১২.১	১৭.২
কর্মজীবি নারী	৯.৮	১১.৩	১৬.২
গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম নারী	৭.৬	৯.৩	১৩.২
গ্রামাঞ্চলে কর্মজীবি নারী	৭.৩	৮.৬	১২.৬
অবৈতনিক পারিবারিক কাজে নারী	৪.৭	৬.৮	৯.১
গ্রামাঞ্চলে অবৈতনিক পারিবারিক কাজে নারী	৩.৭	৬.২	৭.৪
কৃষিকাজে নারীর অংশগ্রহণ	৫.৭	৭.৭	১০.৫

উৎস: শ্রমশক্তি জরিপ।

গ্রামীণ কর্মজীবি নারী সাধারণত অবৈতনিক পারিবারিক কর্মী। ২০০৫-০৬ সালে এর ব্যাপ্তি ছিল মোট গ্রামীণ নারীর প্রায় ৭২ শতাংশ (৮.৬ মিলিয়ন), যা ২০১০ সালে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৫৮ শতাংশ (যেখানে গ্রামীণ কর্মজীবি নারী ১২.৬ মিলিয়ন)। এটি নির্দেশ করে যে, গ্রামীণ নারীরা ক্রমান্বয়ে উপার্জনকারী কর্মীতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। Asaduzzaman (2010) বলেছেন যে, নারী ক্রমান্বয়ে পুরুষ পারিবারিক কর্মীর স্থান নিচ্ছে যে পুরুষ কর্মী অধিক লাভের আশায় কৃষিক্ষেত্র থেকে সরে এসেছে (অন্য অঞ্চলে স্থানান্তর হওয়াসহ)। নারী বেশিরভাগ সময়ে বসত সংলগ্ন কৃষি কাজ করেন যেখানে পুরুষ মাঠ পর্যায়ে কৃষি কাজ করেন।

বিভিন্ন গবেষণাতেও এই তথ্য উঠে এসেছে যে, নারী বাড়ির বাইরের কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করে থাকে (Hossain and Bayes 2009, Abdullah and Zeidestein 1982)। কয়েক বছর আগেও নারীর

কৃষিকাজ সীমাবদ্ধ ছিল বাড়ির আঙ্গিনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উৎপাদনে। সাম্প্রতিক বছরে তারা কৃষিকাজের পাশাপাশি পশু ও হাঁসমুরগি পালনের কাজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। Jaim and Hossain (2011) এর মতে, কৃষিকাজে নারীর অংশগ্রহণ নির্ভর করে নারী কর্মীর বয়স, নারী শ্রমিকের পরিবারের সেচ এলাকা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীর সদস্যপদ, গ্রামের দুর্গমতার মাত্রা, গ্রামের কৃষিকাজে মজুরি হার ইত্যাদির উপর। এই জরিপটি আরও নির্দেশ করে নারীর শিক্ষা, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, বাস স্টপ হতে গ্রামের দূরত্ব, গ্রামের অকৃষি মজুরি হার, বয়স ইত্যাদির সাথে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণের নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।

এছাড়া নিজস্ব ভূমি বেশি হলেও কৃষিকাজে নারীর অংশগ্রহণ কম থাকে। কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে উপরে বর্ণিত বাস্তবতা পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সত্য। অধিকন্তু পাট উৎপাদনের যে পর্যায়ে নারী নিযুক্ত হয় তারও কিছু বৈশিষ্ট্য নারীর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

৫। এফজিডি এবং সাক্ষাৎকারের পর্যবেক্ষণ

৫.১। সাধারণ পর্যবেক্ষণ

যেহেতু পাট একটি মৌসুমি ফসল, সেহেতু খানাসমূহ বছরের অন্য সময়ে অন্য ফসল চাষ করে থাকে। পাট মৌসুম সাধারণত ৪ থেকে ৫ মাসের হয়ে থাকে যা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে শুরু হয় (বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে তারতম্য আছে)। পাট ছাড়া এসব খানা জমিতে অন্য যেসব ফসল উৎপাদন করে থাকে তার মধ্যে আছে গম, ভূট্টা, বিভিন্ন ডাল, শীতকালীন সবজি, পেঁয়াজ ইত্যাদি। কম জমির মালিকরা নিজের জমির পাশাপাশি অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে থাকে। কৃষি শ্রমিকরা পাট মৌসুমে পাট চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে থাকে।

৫.২। জরিপ এলাকায় দারিদ্র্য অবস্থা

পাট উৎপাদনকারী এলাকার জনগণ বিশেষ করে নারীদের জন্য নতুন উদ্যোগ নিলে কি ফলাফল আসতে পারে তা বোঝার জন্য এ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য অবস্থা জানা দরকার। এজন্য নির্ধারিত এলাকার Progress out of Poverty Index (পিপিআই) গণনা করা হয়েছে (সারণি ৯)। এ সূচক পাট চাষে নিযুক্ত খানাসমূহের মধ্যে দরিদ্র খানা থাকার সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

উল্লেখ্য যে, জরিপকৃত উপজেলাসমূহের মধ্যে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলা বেশি দরিদ্র। এ উপজেলার শতকরা ৫০ ভাগ পাট চাষী পরিবার জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে, ৬৭ শতাংশ ১.২৫/দিন/২০০৫ পিপিপি সীমার নিচে এবং ২৩.৩০ শতাংশ পরিবার চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করার সম্ভাবনা রয়েছে। গোপলগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর ও কাশিয়ানি উপজেলা এবং ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার চেয়ে বোয়ালমারী উপজেলা ভালো অবস্থানে থাকলেও জরিপকৃত অন্যান্য উপজেলার চেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। প্রায় এক তৃতীয়াংশ পাট চাষী পরিবার জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে।

সারণি ৯

জরিপকৃত বিভিন্ন উপজেলায় দারিদ্র্যের মূল্যায়ন (নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে)

উপজেলা	এফডিজির সংখ্যা	দারিদ্র্য নির্ধারক স্কোর	জাতীয় উচ্চ দারিদ্র্য রেখার নিচে অবস্থানের সম্ভাবনা	১.২৫/দিন/২০০৫ পিপিপি সীমার নিচে থাকার সম্ভাবনা	USAID চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানের সম্ভাবনা
মুকসুদপুর	১	৩৭.০	৩৫.৭	৪৯.৮	১৫.৭
কাশিয়ানি	২	৩৯.৩	৩৫.৭	৪৯.৮	১৫.৭
ফরিদপুর সদর	২	৪৪.৯	২১.৬	৩১.৩	৫.৯
নগরকান্দা	১	৩৮.১	৩৫.৭	৪৯.৮	১৫.৭
বোয়ালমারী	১	৩০.৩	৪৯.৭	৬৭.৩	২৩.৩
ভাঙ্গা	১	৪৫.৭	২১.৬	৩১.৩	৫.৯
রাজবাড়ী সদর	২	৪৬.৬	২১.৬	৩১.৩	৫.৯
বালিয়াকান্দি	২	৪৫.২	২১.৬	৩১.৩	৫.৯
যশোর সদর	২	৪৪.৭	২১.৬	৩১.৩	৫.৯
মনিরামপুর	২	৪৮.৭	২১.৬	৩১.৩	৫.৯

নোট: সারণিতে উল্লেখিত নানারূপ দারিদ্র্য রেখার উপর কিছুটা বিস্তারিত জানতে সংলগ্নী -১ দেখুন। দারিদ্র্য নির্ধারক স্কোর যত বেশি তার মানে দরিদ্র খানার সংখ্যা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা তত কম। এরূপ উপজেলাভিত্তিক দারিদ্র্য নির্ধারণ স্কোর দ্বারা এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের গড় দারিদ্র্য নির্ধারণ স্কোর বোঝানো হয়েছে, যা কতগুলো নির্দিষ্ট প্রশ্নের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য অবস্থা অনেকখানি প্রকাশ পায় পরিবারে কমপক্ষে সদস্য একজন দিন মজুরির কাজ করলে। KII ৬০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৭ জন উত্তরদাতার খানার অন্তত একজন সদস্য দিন মজুরির কাজ করে থাকে (সারণি ১০)।

সারণি ১০

যেসব খানা/পরিবারে কমপক্ষে একজন দিনমজুর রয়েছে

উপজেলা	একজন দিনমজুর পরিবারের খানার সংখ্যা	নির্ধারিত উপজেলার উত্তরদাতার সংখ্যা	নির্ধারিত উপজেলায় মোট উত্তরদাতার সংখ্যা বনাম একজন দিনমজুর পরিবারের খানার সংখ্যার শতকরা হার (%)
মুকসুদপুর	৩	৪	৭৫
কাশিয়ানি	৫	৮	৬৩
ফরিদপুর সদর	৬	৮	৭৫
নগরকান্দা	১	৪	২৫
বোয়ালমারী	৪	৪	১০০
ভাঙ্গা	৩	৪	৭৫
রাজবাড়ী সদর	৩	৮	৩৮
বালিয়াকান্দি	৪	৮	৫০
যশোর সদর	৫	৬	৮৩
মনিরামপুর	৩	৬	৫০
মোট	৩৭	৬০	৬২

সারণি ১০ থেকে দেখা যাচ্ছে, ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলায় জরিপভুক্ত ৪ জন উত্তরদাতার সবাই দিন মজুর। ফলে এটি আবারও প্রকাশ করে যে জরিপকৃত সব উপজেলার মধ্যে বোয়ালমারী উপজেলা সবচেয়ে গরিব এলাকা।

৫.৩। পরিবারের সম্পদ

একটি পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্বলতা পরিবারের দৃশ্যমান সম্পদ এবং মানব সম্পদের অবস্থার উপর নির্ভর করে। পাট চাষে নিযুক্ত পরিবারসমূহে মানব সম্পদ বলতে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেক কম। এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের বাস্তব সম্পদের ব্যাখ্যা করব।

জরিপকৃত খানাসমূহের প্রায় অর্ধেকের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৪৯ শতাংশের চেয়ে কম এবং ১৫ শতাংশের (৯টি পরিবার) কোনো চাষযোগ্য ভূমি নেই (সারণি ১১)। এই খানাগুলো বর্গা নেয়া জমিতে ফসল চাষাবাদ করছে। যদিও এদের চাষযোগ্য ভূমি নেই, এদের ৮৫ শতাংশের বসত ভিটা রয়েছে। অনেক পরিবারের বসতভিটার পাশে অব্যবহৃত ভূমি রয়েছে যা সবজি ও ফল চাষে ব্যবহৃত হতে পারে।

সারণি ১১
খানার মোট চাষযোগ্য ভূমি

উপজেলা	ভূমির আকার					
	৪৯ শতাংশের কম	৫০ হতে ১৪৯ শতাংশ	১৫০ হতে ২৪৯ শতাংশ	২৫০ হতে ৭৪৯ শতাংশ	৭৫০ এবং এর বেশি	চাষযোগ্য ভূমি নেই
মুকসুদপুর	০	১	০	০	০	৩
কাশিয়ানি	৮	০	০	০	০	০
ফরিদপুর সদর	৪	২	১	০	০	১
নগরকান্দা	২	০	০	২	০	০
বোয়ালমারী	৪	০	০	০	০	০
ভাঙ্গা	২	১	০	০	০	১
রাজবাড়ী সদর	৪	৩	০	০	০	১
বালিয়াকান্দি	৩	২	১	১	১	০
যশোর সদর	২	০	১	১	০	২
মনিরামপুর	০	৪	০	১	০	১
মোট	২৯	১৩	৩	৫	১	৯
(উত্তরদাতার শতকরা হার)	(৪৮.৩)	(২১.৭)	(৫.০)	(৮.৩)	(১.৭)	(১৫.০)

এছাড়া ২৮টি খানার (৪৭ শতাংশ) কমপক্ষে একটি পুকুর রয়েছে। বেশিরভাগ পুকুরের আকার ৪৯ শতাংশের কম।

সারণি ১২
পুকুরের আকার (যেসব খানার পুকুর রয়েছে)

	পুকুরের আকার	উত্তরদাতার সংখ্যা	পুকুর আছে এমন উত্তরদাতার মধ্যে শতকরা হার %
	৪৯ শতাংশের কম	২১	৭৫.০
	৫০ হতে ১৪৯ শতাংশ	৫	১৮.০
	৭৫০ এবং এর বেশি	২	৭.০
	মোট	২৮	১০০.০

পুকুরগুলো বেশিরভাগ সময় পারিবারিক মাছের উৎস হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে, যেখানে কিছু সংখ্যক ব্যবহার হয়ে আসছে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করার কাজে। কিছু পুকুর পতিত অবস্থায়

আছে। উত্তরদাতাদের মতে কিছু পুকুর এমনি পড়ে আছে কারণ হয় পুকুরের আকার ছোট বা পুকুরগুলোকে পারিবারিক বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার মতো অর্থ তাদের কাছে নেই।

সারণি ১৩
পুকুরের ব্যবহার

পুকুরের ব্যবহার	উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট উত্তরদাতার পুকুর ব্যবহারের হার
অব্যবহৃত	৬	২১.০
নিজস্ব চাহিদা মেটানোর জন্য মাছ চাষ	১৫	৫৪.০
বাণিজ্যের জন্য মাছ চাষ	৫	১৮.০
অন্যের কাছে বর্গা দেয়া	২	৭.০
মোট (%)	২৮	১০০.০

কৃষি জমি এবং পুকুর ছাড়াও জরিপ এলাকায় রয়েছে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, ফল গাছ ইত্যাদি। শুধুমাত্র যশোর সদর ও মনিরামপুরে বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন করা হয় যা অন্য কোথাও দেখা যায়নি। এ দুটি অঞ্চলে পশুপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস।

৫.৪। পাট চাষী পরিবারসমূহে জীবিকার মৌলিক বৈশিষ্ট্য

৫.৪.১। পাট চাষী পরিবারের পুরুষ ও নারীর দৈনন্দিন কার্যাবলী

সারণি ১৪ থেকে দেখা যায় যে পুরুষরা দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে কৃষি জমিতে, অনেক সময় তা ১২ ঘণ্টাও হয়ে থাকে (গড়ে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা)। তারা খুবই কম সময় ব্যয় করে পারিবারিক কাজে যেমন রান্না করা, কাপড় পরিষ্কার করা, বাচ্চা লালন-পালন ইত্যাদি। তারা কিছু সময় অলসভাবে উপভোগ করে। এর বিপরীতে নারীরা প্রধানত সময় ব্যয় করে পারিবারিক কাজে যেমন রান্না, ঘর পরিষ্কার করা, বাচ্চা লালন-পালন ইত্যাদি। এর বাইরে তারা পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে মাঠে কাজ করে থাকে, যেমন পাটের মৌসুমে পাটের আঁশ ছাড়ানো, অন্যান্য ফসল কাটার সময় সাহায্য করা, ফসল বাড়িতে সংরক্ষণ ইত্যাদি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি নেই যদি তার সরাসরি আর্থিক মূল্য না থাকে। যেমন পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজে দিন মজুররা কাজের বিনিময়ে পাট কাঠি পেয়ে থাকে যা তারা বিক্রি করে- এই কারণে এই কাজকে নারী কর্তৃক আয়বর্ধনমূলক কাজ মনে করা হয়, কিন্তু পারিবারিকভাবে এরূপ কাজ করলে তাকে আয়বর্ধনমূলক মনে করা হয় না। নারীদের অবসর সময় পুরুষদের তুলনায় কম। জরিপে অংশগ্রহণকারী নারীরা বলেছেন তাদের কাজের মাঝে নিজেরা সময় বের করে না নিলে সত্যিকার অবসর সময় পাওয়া যায় না।

কিছু এলাকায় নারীদের জন্য জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়ে তাদের রান্না, কাপড় পরিষ্কার প্রভৃতি কাজে যখন বাড়ির নিকটস্থ এলাকায় পানির সুব্যবস্থা না থাকে। যেমন কাশিয়ানি উপজেলায় দরিদ্র খানার নারীদের পানি সংগ্রহ করতে অনেক দূরে যেতে হয়। এতে দিনে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। এই এলাকায় আরেকটি সমস্যা হচ্ছে বিদ্যুতের অভাব।

সারণি ১৪
নারী ও পুরুষের দৈনন্দিন কার্যাবলী

লিঙ্গ	কার্যাবলী	সর্বনিম্ন ব্যয়িত সময় (ঘণ্টা)	সর্বোচ্চ ব্যয়িত সময় (ঘণ্টা)
পুরুষ	খাবার রান্না/তৈরি	০.৫০	২
	কাপড়/বিছানা পরিষ্কার/ধৌত করা	১	২
	শিশু লালন-পালন	০.৫০	২
	ঘুমানো	৬	১০
	প্রধান পেশার কাজের সময়	৪	১২
	বাড়ি হতে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আসা সময়	১	৩
	বিনোদনমূলক বা অবসর	২	৪
	অন্যান্য কাজ যেমন কেনাকাটা ইত্যাদি	১	৯
নারী	খাবার রান্না/তৈরি	২	৫
	কাপড়/বিছানা পরিষ্কার/ধৌত করা	১	৪
	শিশু লালন- পালন	২	৫
	ঘুমানো	৬	৮
	প্রধান পেশার কাজের সময়	২	৯
	বাড়ি হতে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আসা সময়	১	২
	বিরতি সময়	১	৩
	অন্যান্য সময় যেমন কেনাকাটা ইত্যাদি	১	৩

যদিও নারীরা কিছু অবসর সময় পায় যা তারা পরিবারের সদস্যদের সাথে কাটায় (সারণি ১৫)। কিছু সময় তারা তাদের প্রতিবেশীর সাথে আলাপচারিতায় কাটায়। তবে সে সময়টিতেও সন্তানের খেয়াল রাখতে হয়। অন্যদিকে বেশিরভাগ পুরুষ তাদের অবসর সময়ে টিভি দেখে বা চা দোকানে আড্ডা দেয়। এটা নির্দেশ করে যে, পুরুষরা তাদের অলস সময়টুকু পুরোপুরিভাবে উপভোগ করে যেখানে নারীদের সে সুযোগ নেই। নারীরা কাজের ফাঁকে অল্প সময়ের অবসর পায় মাত্র।

সারণি ১৫
বিরতি সময়ের কার্যাবলী

কার্যাবলী	পুরুষ সংখ্যা	নারীর সংখ্যা
বন্ধুর সাথে গল্প	১৩	১৭
টিভি দেখা	২১	৫
পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানো	১১	২৩
তাস বা ক্যারাম খেলা	৩	০
অলস সময় চায়ের দোকানে কাটানো	১৪	০
গৃহপালিত পশু সেবা	২	০
মাঠে ক্রিকেট/ফুটবল খেলা	২	০

নোট: এক্ষেত্রে ২৫ জন পুরুষ ও ৩৫ জন নারীর উত্তর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একাধিক উত্তরের সুযোগ ছিল।

৫.৪.২। পাট খাতে মজুরি

পাট চাষে মজুরি প্রদান করা হয় নগদে বা দ্রব্যে। পাটের আঁশ ছাড়ানো ব্যতীত প্রতিটি পর্যায়ে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজে নগদ অর্থ ও দ্রব্য উভয়ই প্রদান করা হয়। শ্রমিকরা পাট কাঠি (পাটের আঁশ ছাড়ানোর পর) পেয়ে থাকে মজুরি হিসেবে যা তারা পারিবারিক কাজে ব্যবহার করে অথবা বিক্রি করে থাকে। নারীরা সাধারণত পাটের আঁশ ছাড়ানো পর্যায়ে কাজ করে থাকে, যারা মজুরি হিসেবে দ্রব্য পেয়ে থাকে।

সারণি ১৬

পাট খাতে মজুরি প্রদানের ধরন

উপজেলা	নগদ মজুরি গ্রহণকারী উত্তরদাতার সংখ্যা	দ্রব্যে মজুরি গ্রহণকারী উত্তরদাতার সংখ্যা
মুকসুদপুর	১	৩
কাশিয়ানি	৫	৩
ফরিদপুর সদর	৬	২
নগরকান্দা	২	২
বোয়ালমারী	৪	০
ভাঙ্গা	৩	১
রাজবাড়ী সদর	৫	৩
বালিয়াকান্দি	৪	৪
যশোর সদর	১	৫
মনিরামপুর	২	৩
মোট	৩৩	২৬
মোটের শতকরা হার	৫৫.৯	৪৪.১

লিঙ্গ বৈষম্য বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে দেখা যায় এবং এই জরিপেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নারী পুরুষ সমান বা একই কাজ করার পর নারীদের কম মজুরি প্রদান করা হয়। নারী পুরুষের মজুরির ব্যবধান সাধারণত ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সারণি ১৭

দৈনিক নগদ মজুরি প্রদানের হার (টাকায়)

উপজেলা	লিঙ্গ	ন্যূনতম মজুরি হার	সর্বোচ্চ মজুরি হার
মুকসুদপুর	নারী	৭০	৭০
কাশিয়ানি	পুরুষ	২০০	৩০০
	নারী	২০০	২০০
ফরিদপুর সদর	পুরুষ	৩০০	৩০০
	নারী	২০০	২০০
নগরকান্দা	নারী	৬০	১৫০
বোয়ালমারী	নারী	৫০	১০০
ভাঙ্গা	নারী	৬০	৬০
রাজবাড়ী সদর	পুরুষ	৩০০	৪০০
	নারী	৫০	২০০
বালিয়াকান্দি	পুরুষ	২৫০	৩০০
	নারী	৭০	৭০
যশোর সদর	নারী	১৫০	১৫০
মনিরামপুর	পুরুষ	২০০	২০০

দ্রব্য মজুরির ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। তবে এর তুলনা পরিমাপ করা কঠিন কারণ পুরুষরা সাধারণত নগদ মজুরির বিপরীতে কাজ করে থাকে যেখানে নারীরা দ্রব্য মজুরির শর্তে কাজ করে থাকে। পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজে নিয়োজিত নারী কাজের বিনিময়ে আঁশ ছাড়ানো সমস্ত পাটের কাঠি পেয়ে থাকে। তারা এসব পাটকাঠি রান্নার কাজে বা বাড়ির বেড়া হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া পরিবারের অর্থের প্রয়োজনে এসব পাটকাঠি বিক্রিও করে থাকে। প্রতিদিনের উপার্জন প্রতিদিন একজন কি পরিমাণ পাটের আঁশ ছাড়াতে পারে এবং আঁশ ছাড়ানো পাটকাঠির বিক্রয় মূল্যের উপর নির্ভর করে। আবার পাটকাঠি বিক্রির সময়ের উপরও এর মূল্য নির্ভর করে। পাট কাটা মৌসুমে পাট কাঠির মূল্য অনেক কম থাকে, তবে নারীরা যদি তা সংরক্ষণ করে বছরের অন্য সময়ে তা বিক্রি করেন তাহলে পাট কাঠির মূল্য বেশি পাবেন।[২]

সারণি ১৮

দ্রব্য মজুরির বাজার মূল্য (টাকায়)

উপজেলা	লিঙ্গ	ন্যূনতম মজুরি হার	সর্বোচ্চ মজুরি হার
মুকসুদপুর	নারী	৩০	৬০
কাশিয়ানি	পুরুষ	১৫০	১৫০
	নারী	৬০	১৫০
ফরিদপুর সদর	পুরুষ	২৫০	২৫০
	নারী	৩৫০	৩৫০
নগরকান্দা	নারী	৯০	১২০
ভাঙ্গা	নারী	১৫০	১৫০
রাজবাড়ী সদর	নারী	৭০	৭০
বালিয়াকান্দি	নারী	৮০	৩০০
যশোর সদর	নারী	১০০	১৫০
মনিরামপুর	নারী	১৫০	২০০

৫.৪.৩। পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজের সামাজিক প্রভাব

পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজের পূর্বে যে পাটের জাক দেয়া বা পঁচানো হয় তা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই অনেকে এ কাজ হতে বিরত থাকতে চান। ধনী পরিবারের নারীরা পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজে ভাড়াকৃত শ্রমের উপর নির্ভর করে। পাটের আঁশ ছাড়ানোতে নারী পুরুষের প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যশোর উপজেলা ব্যতীত জরিপকৃত সব এলাকায় আঁশ ছাড়ানো কাজে নিয়োজিত নারী কর্মীর শতকরা হার পুরুষ কর্মীর চেয়ে বেশি।

[২] এলাকা ভেদে পাট মৌসুমে পাট কাঠির দাম ২০ টাকায় ২০ টি কাঠি (সাধারণত ২০টি কাঠির এককে পাট কাঠি বিক্রয় হয়) থেকে ৪০ টাকায় ২০ টি কাঠি হয়।

সারণি ১৯

পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজে নিযুক্ত কর্মীর মতামত

উপজেলা	উত্তরদাতার সংখ্যা যারা মনে করেন পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজে নিযুক্ত	
	অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী	অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ
মুকসুদপুর	৩	১
কাশিয়ানি	৭	১
ফরিদপুর সদর	৫	৩
নগরকান্দা	৪	০
বোয়ালমারী	৪	০
ভাঙ্গা	৩	১
রাজবাড়ী সদর	১	৭
বালিয়াকান্দি	৪	৪
যশোর সদর	০	৫
মনিরামপুর	০	৫
মোট	৩১	২৭

নারী ও পুরুষ উভয়কেই পাট মৌসুমের শেষে পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজে খুব ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। পাটের আঁশ ছাড়ানোর সময়কাল ২ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে এটি নির্ভর করে পাট উৎপাদনের পরিমাণের উপর। এই সময় পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজে নিয়োজিত নারীরা শুধুমাত্র নিজেদের জমির পাটই নয় প্রতিবেশির পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজেও নিযুক্ত থাকে, ফলে অনেক সময় ব্যয় হয়। তবে বিভিন্ন কৃষকের পাট রোপণের সময় অনুযায়ী কাটার সময় বিভিন্ন হয় বিধায় পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজটি ৩ মাস ধরে চলতে থাকে।

সারণি ২০

পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজে বছরে ব্যয়িত দিন

উপজেলা	ন্যূনতম দিন	সর্বোচ্চ দিন
মুকসুদপুর	৪৫	৯০
কাশিয়ানি	১৫	৬০
ফরিদপুর সদর	৪	৯০
নগরকান্দা	৩০	৪৫
বোয়ালমারী	২০	৩০
ভাঙ্গা	৩০	৪৫
রাজবাড়ী সদর	-	-
বালিয়াকান্দি	৬	৬০
যশোর সদর	১২	৪৫
মনিরামপুর	৭	৪৫

যারা কেবল অন্যের পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজে নিয়োজিত থাকেন তারা অতি দরিদ্র শ্রেণির এবং তাদের জীবিকার সুযোগ সীমিত। তারা নতুন জীবিকায় নিয়োজিত হয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে চায়। কিন্তু নতুন জীবিকা অর্জনে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে (সারণি ২১)। সমস্যাগুলো হচ্ছে

ভূমি ও মূলধনের অভাব,[৩] শিক্ষার অভাব এবং দক্ষতার অভাব। এর মধ্যে কেউ কেউ কৃষি উপকরণের অভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন; আবার অনেকে নেতিবাচক সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন।

সারণি ২১

পাটের আঁশ ছাড়ানো কাজে নিয়োজিতদের নতুন জীবিকা অর্জনে সমস্যাসমূহ

উপজেলা	ভূমির অভাব		মূলধনের অভাব		প্রশিক্ষণের অভাব		নেতিবাচক সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণ	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
মুকসুদপুর		৩		১				১
কাশিয়ানি	৩	২	৩	২	০	১	১	২
ফরিদপুর সদর	২	৩	২	২	২	২	২	২
নগরকান্দা				৩		৩		২
বোয়ালমারী		৪		৪		৪		
ভাঙ্গা		২		২		৩		১
রাজবাড়ী সদর	৩	৩	১	১	১	০	১	১
বালিয়াকান্দি	২	২	১	৩	১	২	২	৩
যশোর সদর	৩	১	৩	১	২	১	১	০
মনিরামপুর	৩	০	১	১	২	০	২	২
মোট	১৬	২০	১১	২০	৮	১৬	৯	১৪

নোট: একাধিক উত্তরদান সম্ভব ছিল।

যদিও জীবিকা হিসেবে পাটের আঁশ ছাড়ানো তেমন আকর্ষণীয় নয়, তবু প্রায় সব উত্তরদাতাই বলেছেন এ কাজের ফলে তাদের পারিবারিক অবস্থার কিছুটা হলেও উন্নতি ঘটেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে যদি তারা অন্য কোনো অর্থনৈতিক সুযোগ পায় তাহলে তারা পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজ করবেন না।

৫.৫। উত্তরদাতাদের খানার আয়ের উৎস

পাট উৎপাদনকারী খানাসমূহে নারী পুরুষ মিলে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারসমূহের নারীরা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য পাট সম্পর্কিত আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হয়। তারা দিনমজুর হিসেবেও কাজ করে থাকে। আয়ের প্রধান উৎস বিভিন্ন উত্তরদাতার বিভিন্ন রকম। উল্লেখ্য যে, জরিপকৃত উত্তরদাতাদের পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস পাটচাষ (সারণি ২২)।

[৩]যদিও বর্তমান গবেষণায় ভূমিহীনতা ও পাটের আঁশ ছাড়ানোর পেশায় জড়িত হওয়ার মধ্যে কোনো সম্পর্ক পরিমাপের উদ্যোগ নেয়া হয়নি, তবু লক্ষণীয় যে নিজ খানার বাইরে যেসব নারী পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজটি করেন তাদের খানার ভূমির পরিমাণ খুবই নগণ্য অথবা তারা ভূমিহীন।

সারণি ২২

আয়ের প্রধান উৎস

উপজেলা	আয়ের উৎস সমূহ
মুকসুদপুর	(১) পাটের আঁশ ছাড়ানো, (২) পাট হস্তশিল্প তৈরি, (৩) গৃহপালিত পশু পালন, (৪) সেলাই সেবা
কাশিয়ানি	(১) পাট চাষ, (২) পাটের আঁশ ছাড়ানো, (৩) পাট হস্তশিল্প ছাড়া অন্য ছোট ব্যবসা, (৪) ধান চাষ
ফরিদপুর সদর	(১) পাট চাষ, (২) পাটের আঁশ ছাড়ানো, (৩) পাট হস্তশিল্প ছাড়া অন্য ছোট ব্যবসা, (৪) পাট ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দিনমজুরি, (৫) সেলাই সেবা
নগরকান্দা	(১) পাটের আঁশ ছাড়ানো, (২) পাট শুকানো, (৩) পাটজাত পণ্য বিক্রয়কাজ, (৪) পাট ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দিনমজুরি
বোয়ালমারী	(১) পাটের আঁশ ছাড়ানো, (২) ক্ষুদ্র ব্যবসা
ভাঙ্গা	(১) পাট চাষ, (২) পাটের আঁশ ছাড়ানো
রাজবাড়ী সদর	(১) পাট চাষ, (২) পাটের আঁশ ছাড়ানো, (৩) সেলাই সেবা
বালিয়াকান্দি	(১) পাট চাষ, (২) পাটের আঁশ ছাড়ানো (৩) অন্য খামারে শ্রম বিক্রি, (৪) পাট হস্তশিল্প ছাড়া অন্য ছোট ব্যবসা, (৫) পাট ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দিনমজুরি
যশোর সদর	(১) পাট ব্যতীত অন্য ফসল উৎপাদন, (২) পাট হস্তশিল্প ছাড়া অন্য ছোট ব্যবসা, (৩) পাট ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দিনমজুরি, (৪) সেলাই সেবা
মনিরামপুর	(১) পশু পালন, (২) মাছ চাষ, (৩) পাট ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দিনমজুরি, (৪) সেলাই সেবা

নোট: এই সারণিতে গুরুত্ব অনুযায়ী খানার আয়ের প্রধান উৎসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও আয়ের অন্য উৎস রয়েছে।

সকল উত্তরদাতারই প্রধান আয়ের উৎস ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উৎস রয়েছে। জরিপকৃত এলাকায় পাট উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত পরিবারসমূহের আয়ের উৎসের ব্যবধান কম। প্রধান বা অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে ছোট ব্যবসা উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ছোট মুদি দোকান, রিকসা মেরামত, অটো রিকসা ভাড়ায় দেয়া ইত্যাদি।

৫.৬। নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন নির্দেশক রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হচ্ছে পরিবারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা। উত্তরদাতাদের ৩৮ জন উল্লেখ করেন (৬৩ শতাংশ) যে, নারীরা যৌথভাবে তাদের স্বামীর সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং ২১ (৩৫ শতাংশ) জন জানান যে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। শুধুমাত্র একজন নারী জানান যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর কোনো ভূমিকা নেই।

সারণি ২৩

পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা

উপজেলা	নারীরা নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন	স্বামীর সাথে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন	সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো ভূমিকা নেই
মুকসুদপুর	২	২	০
কাশিয়ানি	১	৭	০
ফরিদপুর সদর	৪	৪	০
নগরকান্দা	১	৩	০
বোয়ালমারী	৩	১	০
ভাঙ্গা	২	২	০
রাজবাড়ী সদর	২	৬	০
বালিয়াকান্দি	৩	৫	০
যশোর সদর	২	৪	০
মনিরামপুর	১	৪	১
মোট	২১	৩৮	১

দলগত আলোচনায় দেখা গেছে যে, পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা নির্ভর করে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে তার উপর। উদাহরণস্বরূপ ফসল বা সম্পদ কেনার বিষয়ে যখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন পুরুষরা একাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। আবার যখন বাচ্চাদের শিক্ষা বা স্বাস্থ্য বিষয়ে সিদ্ধান্তের বিষয় আসে তখন নারীরা নিজে বা তার স্বামীসহ যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

যদিও উত্তরদাতাদের এক-তৃতীয়াংশ মনে করেন যে, নারীরা একাই পরিবারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, মাত্র ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন নারীরা তাদের আয় কিভাবে ব্যয় করবেন সে সিদ্ধান্ত নিজে নেন। উত্তরদাতাদের ৮৩ শতাংশ উল্লেখ করেন হয় স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্য (উঠতি বয়সি সন্তান বা শ্বশুর) সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন অথবা নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন স্বামীর সাথে আলোচনা করে (সারণি ২৪)।

সারণি ২৪

নারীর আয় খরচের সিদ্ধান্ত

উপজেলা	স্বামীর সিদ্ধান্ত	স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ সিদ্ধান্ত	স্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত	পরিবারের অন্য সদস্যের সিদ্ধান্ত
মুকসুদপুর	১	১	২	০
কাশিয়ানি	১	৬	০	১
ফরিদপুর সদর	১	৫	১	১
নগরকান্দা	১	১	২	০
বোয়ালমারী	২	১	১	০
ভাঙ্গা	২	২	০	০
রাজবাড়ী সদর	৪	৩	১	০
বালিয়াকান্দি	২	৫	১	০
যশোর সদর	১	৪	১	০
মনিরামপুর	২	৩	১	০
মোট	১৭	৩১	১০	২
শতকরা হার	২৮.৩	৫১.৭	১৬.৭	৩.৩

দলগত আলোচনায় নারী অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে, পুরুষরা আর্থিক বিষয়ের সিদ্ধান্তসমূহ ভালো নিয়ে থাকেন। জরিপভুক্ত ৩৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, নারীরা তাদের আয়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারে না (সারণি ২৫), ফলে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে স্বামীদের সাহায্য নিতে হয়। দলগত আলোচনায় পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা বলেন যে পুরুষরা স্বীকার করতে চায় না যে নারীরা আর্থিক বিষয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নেয়।

বাংলাদেশের নারীর আয়কে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের কাজে প্রয়োজন নেই বলে মনে করা হয়। এটি মনে করা হয় যে নারীরা তাদের আয়কে তাদের বিলাসিতা বা অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করে থাকে। জরিপভুক্ত ১৫ শতাংশ (নারী ও পুরুষ উভয়ই) একই মতামত দেন। তারা মনে করেন নারী পরিবারের খরচে অংশগ্রহণ করে না। যদিও ৭৫ শতাংশ উত্তরদাতা স্বীকার করেন নারীরা পরিবারের খরচে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বিশেষত নারীরা তাদের অর্থ খরচ করে থাকেন সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে অথবা পরিবারের আকস্মিক প্রয়োজনে।

সারণি ২৫

নারীদের আয় নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করার ক্ষমতা

উপজেলা	হ্যাঁ	না
মুকসুদপুর	৪	০
কাশিয়ানি	৩	৫
ফরিদপুর সদর	৬	২
নগরকান্দা	৩	১
বোয়ালমারী	২	২
ভাঙ্গা	২	২
রাজবাড়ী সদর	৮	০
বালিয়াকান্দি	৫	৩
যশোর সদর	৩	৩
মনিরামপুর	৪	২
মোট	৪০	২০
শতকরা হার	৬৬.৭	৩৩.৩

সারণি ২৬

পরিবারের খরচে নারীর অংশগ্রহণ

উপজেলা	হ্যাঁ	না
মুকসুদপুর	৪	০
কাশিয়ানি	৫	৩
ফরিদপুর সদর	৭	১
নগরকান্দা	৪	০
বোয়ালমারী	৪	০
ভাঙ্গা	৪	০
রাজবাড়ী সদর	৬	২
বালিয়াকান্দি	৬	২
যশোর সদর	৩	৩
মনিরামপুর	২	৪
মোট	৪৫	১৫
শতকরা হার	৭৫	২৫

নারীর ক্ষমতায়ন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত। যখন নারী পরিবারের খরচে অংশগ্রহণ করেন তখন নারীদের গুরুত্ব দেয়া হয়। বর্তমান জরিপে ৮৩ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, নারীরা বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে তাদের আয় পরিবারে ব্যয় করার জন্য (সারণি ২৭)।

সারণি ২৭

পরিবারের খরচে নারীর অংশগ্রহণের কারণে গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়া

উপজেলা	হ্যাঁ	না
মুকসুদপুর	৪	০
কাশিয়ানি	৭	১
ফরিদপুর সদর	৬	২
নগরকান্দা	৪	০
বোয়ালমারী	২	২
ভাঙ্গা	৩	১
রাজবাড়ী সদর	৭	১
বালিয়াকান্দি	৭	১
যশোর সদর	৫	১
মনিরামপুর	৫	১
মোট	৫০	১০
শতকরা	৮৩.৩	১৬.৭

৫.৭। নারীর প্রতি আচরণ

সাধারণভাবে মানুষ নারীর কাজ ও পরিবারে তার অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে নেয়। প্রায় ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা এ ধরনের মতামত দিয়েছেন (সারণি ২৮)। যদিও ৩৭ শতাংশ পরিবার মনে করে কর্মজীবি নারীকে মানুষ খারাপ চোখে দেখে। দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন কেবল দরিদ্র হলেই নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য। কারণ তার পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য আয়ের প্রয়োজন, তারা সাধারণত কর্মজীবি নারীকে খারাপ ভাবে দেখে না, কিন্তু এটি খুব একটা সম্মানের বিষয় নয় বলে মনে করে।

সারণি ২৮

কর্মজীবি নারীর প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব বা আচরণ

উপজেলা	অন্যরা মূল্য দেয়		অন্যরা খারাপ চোখে দেখে কিন্তু চুপ থাকে কারণ তাদের জীবনধারণের জন্য আয় প্রয়োজন		অন্যরা খারাপ চোখে দেখে এবং বাধা সৃষ্টি করে যাতে বাড়ির বাইরে কাজে যেতে না পারে	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
মুকসুদপুর		৩		১		
কাশিয়ানি	২	১	২	১	১	১
ফরিদপুর সদর	২	১	২	৩		
নগরকান্দা		৪				
বোয়ালমারী		৪				
ভাঙ্গা		৪				
রাজবাড়ী সদর	৩	৪	১			
বালিয়াকান্দি	১	৩	২	১		
যশোর সদর	১	০	২	২		
মনিরামপুর	২	১	১	১	১	০
মোট	১১	২৫	১০	৯	২	১
মোট উত্তরদাতার শতকরা হার	১৮.৩	৪১.৭	১৬.৭	১৫.০	৩.৩	১.৭

গত ৫ বছরে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কর্মজীবি নারীর প্রতি মানুষের আচরণ বা মনোভাবের উন্নতি ঘটেছে এবং সাধারণভাবে আয়মূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ অধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

৫.৮। পাট বহির্ভূত নতুন জীবিকার সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ

যেহেতু পাট উৎপাদন একটি মৌসুমী বিষয়, তাই পাট চাষে নিয়োজিতদের জন্য বিশেষ করে যে সব দরিদ্র নারী এই ফসল উৎপাদনে কাজ করছেন তাদের জন্য সম্পূরক জীবিকার সুযোগ থাকা দরকার। তাছাড়া পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজটি খালি হাত দিয়ে করার ফলে নারীরা নানা রকম চর্মরোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভোগেন। তাই পাটের ভ্যালু চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ে অথবা পাট বহির্ভূত ক্ষেত্রে এসব নারীর জন্য আয়মূলক কর্মসূচি দরকার।

উল্লেখ্য যে, পাটের ভ্যালু চেইনে পাটের হস্তশিল্প তৈরি পরিবারসমূহের জন্য বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। দলগত আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা জানান, পাট উৎপাদন লাভজনক হতে পারে যদি কৃষকদের ভালো বীজের পাশাপাশি অন্যান্য উপাদান যেমন সার ও কীটনাশক সরবরাহ করা যায়। ভালো পাটের সাথে সাথে পরিবারসমূহের জীবিকা সংগ্রাম সহজ হতো যদি পাট ভেজানোর জন্য পর্যাপ্ত পানির সুব্যবস্থা থাকতো। বসতি এলাকায় পাট ভেজানোর পানির অভাবে কৃষককে তাদের কাটা ফসল অনেক দূরে বহন করে নিয়ে যেতে হয় যা উৎপাদন ব্যয় বাড়ায় এবং সময়ের অপচয় ঘটায়।

পাট বহির্ভূত খাতেও নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দেয়া যায়। যেমন অন্য ফসল উৎপাদন, পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, পাটের হস্তশিল্প ব্যতীত ব্যবসা, সেলাই ইত্যাদি। এসব সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অঞ্চলগত বিভিন্নতার জন্য বিশেষ পার্থক্য ঘটে না। ফলে পাট উৎপাদনে নিযুক্ত পরিবারসমূহের সহযোগিতা করার জন্য যে কোনো নতুন প্রোগ্রাম যে কোনো অঞ্চলে গ্রহণ করা হলে অন্য অঞ্চলসমূহেও তার প্রভাব পড়বে।

সারণি ২৯

পাট বহির্ভূত খাতে যেসব জীবিকায় সহায়তা করা যায়

উপজেলা	পাট বহির্ভূত খাত
মুকসুদপুর	পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ
কাশিয়ানি	পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, বাণিজ্যিকভাবে বসতভিটায় বাগান, পাটের হস্তশিল্প ব্যতীত ছোট ব্যবসা
ফরিদপুর সদর	অন্য ফসলের চাষ করা, পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, পাটের হস্তশিল্প ব্যতীত ছোট ব্যবসা
নগরকান্দা	অন্য ফসলের চাষ করা, পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, পাটের হস্তশিল্প ব্যতীত ছোট ব্যবসা
বোয়ালমারী	পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই সেবা
ভাঙ্গা	অন্য ফসলের চাষ করা, পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, পাটের হস্তশিল্প ব্যতীত ছোট ব্যবসা
রাজবাড়ী সদর	অন্য ফসলের চাষ করা, পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, দিন মজুরি, পাটের হস্তশিল্প ব্যতীত ছোট ব্যবসা, সেলাই সেবা
বালিয়াকান্দি	অন্য ফসলের চাষ করা, পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, দিন মজুরি, পাটের হস্তশিল্প ব্যতীত ছোট ব্যবসা, সেলাই সেবা
যশোর সদর	অন্য ফসলের চাষ করা, পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, বাণিজ্যিকভাবে বসতভিটায় বাগান, সেলাই সেবা
মনিরামপুর	অন্য ফসলের চাষ করা, পশু পালন, বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন, বাণিজ্যিকভাবে বসতভিটায় বাগান, পাটের হস্তশিল্প ব্যতীত ছোট ব্যবসা

উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই (৬০ জনের মধ্যে ৫৬ জন) নতুন সুযোগগুলো পেতে চায়। নতুন সুযোগগুলো চাওয়ার কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছেন– ভালো আয়, ভালো জীবনযাত্রার মান এবং সুস্বাস্থ্য। দলগত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে ভেজানো পাট পরিষ্কার করতে ও পাটের আঁশ ছাড়াতে গিয়ে শারীরিক অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। উত্তরদাতারা আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাদের দক্ষতা রয়েছে নতুন সুযোগগুলো গ্রহণ করার। যেমন কাঁথা সেলাই, মাছ চাষ, পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, ছোট ব্যবসা ইত্যাদি (সারণি ৩০)।

সারণি ৩০

নতুন সুযোগ গ্রহণের জন্য পরিবারের যোগ্যতাসমূহ

উপজেলা	আত্মবিশ্বাস রয়েছে যেকোনো নতুন সুযোগ গ্রহণ করার	মাছ চাষ	রাজমিস্ত্রি	কাঁথা সেলাই	পশু ও হাঁস-মুরগি পালন	দর্জি	ব্যবসা	ড্রাইভিং
মুকসুদপুর	১	০	০	৩	০	০	০	০
কাশিয়ানি	৪	০	০	১	০	১	১	১
ফরিদপুর সদর	১	০	১	১	১	০	০	০
নগরকান্দা	০	০	০	৩	০	০	০	০
বোয়ালমারী	০	০	০	২	০	০	০	০
ভাঙ্গা	২	০	০	২	০	০	০	০
রাজবাড়ী সদর	১	০	১	৩	১	০	০	০
বালিয়াকান্দি	৩	১	০	৩	০	১	০	০
যশোর সদর	৪	০	০	১	১	০	০	০
মনিরামপুর	৩	১	০	১	০	১	০	০
মোট	১৯	২	২	২০	৩	৩	১	১
শতকরা হার	৩৭.৩	৩.৯	৩.৯	৩৯.২	৫.৯	৫.৯	২.০	২.০

যদিও পাটের সাথে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নতুন জীবিকার্জনের সুযোগসমূহ নিতে চায় এবং তাদের কিছু সক্ষমতা ও সুযোগ রয়েছে, সাথে সাথে তারা কিছু সীমাবদ্ধতারও সম্মুখীন হয় (সারণি ৩১)। সীমাবদ্ধতাসমূহ হচ্ছে ভূমি ও মূলধনের অভাব এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব। কিছু উত্তরদাতা নতুন অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করতে সমাজের নেতিবাচক ও ধর্মীয় আচরণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। এটি ব্যাপকভাবে নারীদের জন্য সত্য এবং এ প্রেক্ষিতে নারীদের জন্য উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি নেয়া দরকার।

সারণি ৩১

নতুন সুযোগসমূহ গ্রহণে প্রধান সীমাবদ্ধতাসমূহ

উপজেলা	সীমাবদ্ধতাসমূহ
মুকসুদপুর	ভূমি ও মূলধনের অভাব এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব
কাশিয়ানি	মূলধনের অভাব, প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব, কাজের প্রতি নেতিবাচক সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাব, বাজারে প্রবেশাধিকার নেই, সক্রিয়তা/গতিশীলতার অভাব
ফরিদপুর সদর	ভূমি ও মূলধনের অভাব এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব, কাজের প্রতি নেতিবাচক সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাব, বাজারে প্রবেশাধিকার নেই
নগরকান্দা	মূলধনের অভাব এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব, কাজের প্রতি নেতিবাচক সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাব
বোয়ালমারী	ভূমি ও মূলধনের অভাব এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব
ভাঙ্গা	ভূমি ও মূলধনের অভাব এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব, কাজের প্রতি নেতিবাচক সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাব, সক্রিয়তা/গতিশীলতার অভাব
রাজবাড়ী সদর	ভূমি ও মূলধনের অভাব এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব, বাজারে প্রবেশাধিকার নেই, সক্রিয়তা/গতিশীলতার অভাব
বালিয়াকান্দি	ভূমি ও মূলধনের অভাব এবং প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব, কাজের প্রতি নেতিবাচক সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাব
যশোর সদর	মূলধনের অভাব, প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব, বাজারে প্রবেশাধিকার নেই
মনিরামপুর	ভূমি ও মূলধনের অভাব, প্রশিক্ষণ সুবিধার অভাব, কাজের প্রতি নেতিবাচক সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাব, সক্রিয়তা/গতিশীলতার অভাব

উত্তরদাতারা তাদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার বিষয়ে কিছু সম্ভাব্য মতামত দিয়েছেন। তাদের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা। তাছাড়া তাদের প্রয়োজন ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ সুবিধা যা নতুন পণ্যের বাজারজাতকরণের সাথে যুক্ত। কিছু উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন তাদের সীমাবদ্ধতা দূর করতে সড়ক যোগাযোগের উন্নতি করতে হবে। ফলে তারা তাদের পণ্য বাজারজাতকরণে সুবিধা পাবেন।

নতুন সুযোগের মানে এই নয় যে তারা পাট ভ্যালু চেইন ছেড়ে চলে যাবে। উত্তরদাতাদের ৭৬ শতাংশ বলেন যদি নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা হয় তাহলে এর পাশাপাশি তারা পাট ভ্যালু চেইনের কাজ করে যাবে। যদিও বাকি উত্তরদাতারা জানান তারা পাট ভ্যালু চেইন ছেড়ে যেতে চান। বিশেষভাবে বোয়ালমারী উপজেলার উত্তরদাতারা নতুন সুযোগ পেলে পাট ভ্যালু চেইনে কাজ করবেন না। এ থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমানের পাট ভ্যালু চেইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাদের পরিবারের যথেষ্ট অর্থ বা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না।

৬. আলোচনা ও উপসংহার

বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাট উৎপাদনে নিয়োজিত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে তাদের অবস্থার উন্নয়নে নতুন সুযোগের অনুসন্ধান। এসব নতুন সুযোগ কাজে লাগানোর মাধ্যমে তারা যেন তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয় তার জন্য করণীয় সম্পর্কেও ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে। এই গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে পাট উৎপাদনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ দুটি পর্যায় হলো পাটের

আঁশ ছাড়ানো ও তা শুকানো। বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলভেদে দেখা যায় যে সাধারণত দরিদ্র খানার নারীরা এই কাজে নিয়োজিত হয়। ধনী খানার নারীরা নিজ মালিকানাধীন জমির পাট শুকানোর কাজে অংশ নিলেও আঁশ ছাড়ানোর কাজে অংশ নেয় না। ধনী খানাগুলো এই কাজে ভাড়াকৃত নারী শ্রমিকের মাধ্যমেই করে থাকে। এই নারী শ্রমিকরা নিজ মালিকানাধীন (যদি ভূমিহীন না হয়) জমির পাটের আঁশ ছাড়ানো ও শুকানোর কাজ ছাড়াও অন্যের মালিকানাধীন পাটের আঁশ ছাড়ানো ও শুকানোর কাজ করে। ফলে পাট উৎপাদনে নিয়োজিত নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকার বা এনজিও কর্তৃক কোনো উদ্যোগ নেয়া হলে দরিদ্র ও ধনী উভয় প্রকার খানার নারীদের কথা চিন্তা করতে হবে। ধনী খানার নারীরা অর্থনৈতিকভাবে ভালো থাকলেও পাট উৎপাদনের উক্ত কাজসমূহের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও জীবনমানের উপর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। কাজেই উভয় অবস্থানের নারীর জন্যই উদ্যোগ নিতে হবে। তবে এরূপ উদ্যোগ শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না নিয়ে সামাজিক ও পরিবারগত বাস্তবতার ভিত্তিতে নিতে হবে।

পাট চাষে নিযুক্ত প্রান্তিক নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প সরকারি বা বেসরকারি (এনজিওর মাধ্যমে) উভয় পর্যায়েই হতে পারে। এ ক্ষেত্রে এসব প্রান্তিক নারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। অনেকক্ষেত্রেই নিজেদের খানা সংলগ্ন অব্যবহৃত জমিতে শাক-সব্জির ফলনের মতো সাধারণের উদ্যোগ তাদের সাহায্য করতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে খানার নিকটবর্তী এলাকায় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা গেলেই তার পরোক্ষ প্রভাবে নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। বর্তমান গবেষণা থেকে লক্ষণীয় যে, পাটের আঁশ ছাড়ানো ও শুকানোর কাজটি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে থাকে এবং ঐ দিনগুলোতে নারীদের কাজের বোঝা মাত্রাতিরিক্ত হয়। কারণ তাদেরকে গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি এই অর্থনৈতিক কাজ করতে হয়। তাছাড়া সামাজিক ও পারিবারিকভাবে খানার অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে তাদের ভূমিকার জন্য তেমন কোনো স্বীকৃতি ছাড়াই এসব নারী কাজ করেন। আবার অনেক এলাকায় মজুরি শ্রমিক হিসেবে পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজকে নিম্নমানের কাজ বলে মনে করা হয়। বর্তমান গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, এসব প্রান্তিক নারী তাদের অবস্থার উন্নয়ন চাইলেও তার উপায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তাদের নেই। তারা শ্রম দিতে চান, কিন্তু আয়বর্ধক পেশা সম্পর্কে তাদের ধারণা ও সুযোগ বেশ সীমিত। নতুন পেশা গ্রহণে সামাজিক ও ধর্মীয় বাধাও অনেক নারী অনুভব করেন, বিশেষ করে যে কাজে খানা থেকে দূরে যেতে হবে সেরূপ কাজে। প্রান্তিক খানার পুরুষগণ এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হন না। কাজেই পাট চাষে প্রান্তিক নারীদের আয় বৃদ্ধির নিমিত্তে বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি যুক্ত করতে হবে, যাতে নারীরা তাদের অর্থনৈতিক কাজে পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগত সহযোগিতা পান।

উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনা করে পাট চাষের নানা পর্যায়ে এবং পাট বহির্ভূক্ত ক্ষেত্রেও নারীদের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। পাটের ভ্যালু চেইনে যেসব উদ্যোগ নেয়া যায় তা হলো: (১) পাট ও পাটজাত দ্রব্য বাজারজাতকরণে নারীদের সম্পৃক্ত করা, (২) পাটের আঁশ ছাড়ানোর কাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার (বিশেষ করে হাতের গ্লাভস সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা), (৩) পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান, (৪) পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা, এবং (৫) প্রান্তিক নারীদের পরিবারের সদস্যরা যাতে পাট মৌসুমে অধিক সহনশীল ও সংবেদনশীল হয় সে ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা।

পাট বহির্ভূত খাতে পাট চাষে নিযুক্ত নারীদের জন্য যেসব উদ্যোগ নেয়া যায় সেগুলো হলো: (১) খানার পাশের অব্যবহৃত জমিতে শাক-সবজি চাষে উৎসাহ দেয়া এবং এসব উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া, (২) খানাভিত্তিক হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনে সহায়তা করা, (৩) প্রান্তিক নারীরা যাতে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর চিকিৎসা সুবিধা সহজেই পেতে পারে সে ব্যবস্থা করা, (৪) ব্যাংকগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যে ঋণ সুবিধা বিদ্যমান তাতে প্রান্তিক নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা, (৫) বিভিন্ন পণ্য প্যাকেজিং- এ প্রশিক্ষণ দেয়া, এবং (৬) ধান, শাক-সবজির বীজ উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে নারীরা বীজ উৎপাদনকারী হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, পাটের বীজ প্রাপ্তি পাট চাষীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ ভালো বীজের পর্যাপ্ত যোগান নেই। কাজেই যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে পাট চাষে নিযুক্ত প্রান্তিক নারীরা পাটবীজ উৎপাদনকারী ও উদ্যোক্তায় পরিণত হতে পারবে।

উপরোক্ত উদ্যোগগুলো সরকারি-বেসরকারি যেকোনো পর্যায়ে হতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী এনজিওগুলোও এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে পারে। পাট আমাদের অর্থনীতিতে এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পণ্য। আর এতে নিযুক্ত প্রান্তিক নারীদের সংখ্যাও যথেষ্ট। তাই এদের অবস্থার উন্নয়নে নতুন উদ্যোগগুলো সার্বিকভাবে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Abdullah, T. A. and S. Zeidenstein (1982): "Village Women in Bangladesh: Prospects for Change," a study prepared for the International Labor Office within the framework of the World Employment Program, Oxford Press.

Asaduzzaman, M. (2010): "The Next Agricultural Transition in Bangladesh: Which Transition, Why and How?" paper presented at the Conference on Understanding the Next Generation in Asia, Bangkok, 23 April.

BBS (various issues): *Labour Force Survey of Bangladesh*, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka.

Birner, R., A. Quisumbing and N. Ahmed (2010): "Governance and Gender: Cross-cutting Issues," paper prepared for the Bangladesh Food Security Investment Forum, May 26-27.

FAO (2003): *Gender, Key to Sustainability and Food Security, Plan of Action: Gender and Development*, FAO, Rome.

Hossain, M. and A. Bayes (2009): *Rural Economy and Livelihoods: Insights from Bangladesh*, A. H. Developing Publishing House, Dhaka, Bangladesh.

Jaim W. M. H and Mahabub Hossain. (2011): "Women's Participation in Agriculture in Bangladesh 1988-2008: Changes and Determinants," paper presented in the pre-conference event on "Dynamics of Rural Livelihoods and Poverty in South Asia", 7th Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) International Conference Hanoi, Vietnam, October 12.